দুর্গাপুজো নিয়ে বৈঠকে ব্লক ও থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ দুর্গাপুজো করার ক্ষেত্রে কী কী নিয়মবিধি মানা প্রয়োজন তা নিয়ে বৈঠক হল রামনগরে। শনিবার ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে রামনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির বিশেষ বৈঠক হল রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। এদিন পুজো কমিটিদের নিয়ে আয়োজিত সভায় রামনগর ১ ব্লকের সহসভাপতি নিতাইচরণ সার বলেন, ইন্টারনেটে অনলাইনে পুজোর আবেদন করতে হবে। রামনগর বিধানসভা এলাকায় মোট ২২টি দুর্গাপুজো হয়। পাশাপাশি পুজো করার ক্ষেত্রে পুজো কমিটিগুলোকে বিদ্যুৎ, দমকল, পুলিশ প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনের অনুমোদন অবশ্যই নিতে হবে। বিদ্যুৎ দফতরকে ২৩ শতাংশ টাকা আগে থেকেই দিতে হবে। রামনগর ১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র বলেন, রাজ্য সরকার প্রত্যেক দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে অনুদান হিসাবে ১০ হাজার টাকা দেবে। তবে এবার আমরা পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে প্রত্যেক পুজো কমিটিকে ৫০০ টাকা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু সবাই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে আইন মেনে পুজো করুন। রামনগর থানার ওসি সত্যজিৎ চাণক বলেন, প্রত্যেক পুজো কমিটির প্রবেশ ও প্রস্থানের গেটের মুখ বাড়াতে হবে। পুজো মন্ডপে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অবশ্যই রাখতে হবে। ডিজে বাজানো একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিসিটিভিও রাখা বাঞ্ছনীয়। কোন বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। এদিনের বৈঠকে শতাধিক পুজো কমিটির সদস্যেরা হাজির ছিলেন।

দুবদা সমবায়ের সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা ২ ব্লকের দুবদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা হল রবিবার। এদিন দুবদা সমবায়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সভায় সমিতির সম্পাদক খগেন্দ্র নাথ দুয়ারী বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায় সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের স্বার্থে সর্বদাই লিপ্ত থাকে। সমবায়ের প্রতি গ্রামের মানুষের এখনও আস্থা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের কথা না ভেবে নোটবন্দীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে সমবায়কে পিছিয়ে দিয়েছে। কালো টাকা উদ্ধারের নামে খামখেয়ালি নোট বাতিলের শিকার হয়ে দেশ ও দেশের মানুষ আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিপন্ন হয়েছে। দেশের হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন। তিনি এও বলেন, সঠিক পরিকল্পনা তৈরি না করে জিএসটি চালু করার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা দিশাহীন এবং মন্দা অর্থনৈতিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম উর্দ্ধমুখী। ফলে সাধারণ মানুষ আজ চরম দুর্দশাগ্রস্থ। দেশ আজ অসহিষ্ণু, উগ্রসাম্প্রদায়িকতা মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করে চলেছে। দেশের মানুষ আজ চরম প্রতিহিংসায় জর্জরিত। তাঁর কথায়, এই সমিতি কৃষকদের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের আরও বেশি করে সদস্য করণ ও স্বসহায়ক দলের সহিত যুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ঋণী সদস্য-সদস্যাদের শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। তবে এলাকার মানুষজনের সঞ্চয় ভাবনাকে বাড়ানোর জন্য প্রত্যেক পরিবারে কমপক্ষে একটি করে আমানত পাশবই সমিতিতে খোলার চেষ্টা করা। এর জন্য জনবহুল এলাকায় একটি শাখা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দুবদা সমবায় সমিতির সভাপতি শ্যামচাঁদ বিশাই, এগরা ২ ব্লক সভাপতি ও বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর দীনেশ প্রধান, দুবদা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান রাধারানী বর, দুবদা সমবায় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক স্বপন দাস, ব্যাঙ্ক মনোনীত পরিচালক ও এগরা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মৃণালকান্তি জানা, এগরা ২ ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার দুয়ারী, গুরুপদ পন্ডা-সহ ৫৭ জন প্রতিনিধি।

আবাস যোজনার সার্ভেকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের নোনাকৌড়দা এলাকায় আবাস যোজনার সার্ভেকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে বিবাদের জেরে শনিবার উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় এক দম্পতি-সহ মোট পাঁচ জন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পটাশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, বিবাদমান দুই পক্ষের পাঁচ জন আহত হয়েছে। এদের এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার বিকালে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যরা আবাস যোজনার সার্ভে করতে যায়। বিজেপির অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকেরা পরিকল্পনা করে এই সরকারি কর্মীদের বেছে বেছে নিজেদের দলের সমর্থকদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা এর প্রতিবাদ করায় তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালায়। যদিও তৃণমূলের দাবি, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল বিজেপির কিছু সমর্থক। তার জেরে এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করে। এরপরেই বিজেপির সমর্থকেরা তাদের উপরে হামলা চালায়।

বাস থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার শব্দবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুরে মঙ্গলামাড়ো থেকে মেছেদাগামী এক বেসরকারি বাস থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার শব্দবাজিগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। উৎসব মরসুমের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে অবৈধ শব্দবাজী ব্যবসায়ী ও কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। সেই অভিযানে বড়সড় সাফল্য এল। চন্ডীপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা গোপন সূত্রে জানতে পারেন মঙ্গলামাড়ো থেকে একটা বাসে করে বেআইনি শব্দবাজি মেছেদায় পাঠাচ্ছে এক দল অসাধু ব্যবসায়ী। এরপরেই চন্ডীপুরে নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। পুলিশের জালে বেআইনি বাজি ধরা পড়ে। তবে পুলিশি অভিযানের বিষয়টা আঁচ করেই পালায় ব্যবসায়ী। উদ্ধার হওয়া দুটি বস্তা ভর্তি বাজি আটক করেছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ায় বিদ্যাসাগরের নামে নতুন পল্লী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ায় তৈরি হল বিদ্যাসাগরের নামে নতুন পল্লী। ঝাড়গ্রাম জেলার সদর তথা পুর এলাকায় বিদ্যাসাগর পল্লী হিসাবে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। এবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলার সবচেয়ে গ্রামীণ এলাকা মানিকপাড়ার মধ্যে তৈরি হল 'বিদ্যাসাগর পল্লী'। সরডিহা স্টেশন সংলগ্ন রামকৃষ্ণ বাজারের মাঝে মানিকপাড়ার একটি অংশকেই এই পল্লী হিসাবে মান্যতা দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, নতুন ঝাড়গ্রাম জেলা ঘোষণার পর থেকেই মানিকপাড়া অঞ্চলকে পৃথক ব্লক ও পুলিশ ফাঁড়িকে নতুন থানা ঘোষণার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া উঠে আসে। এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ঝাড়গ্রাম ব্লক ও থানার পরিধির মধ্যে মানিকপাড়া কেন্দ্রীয় জায়গা। পাশের খালশিউলি, চুবকা এলাকা প্রায় মেদিনীপুর সদরের কাছাকাছি। দুধকুন্ডি, বালিভাষা এলাকা আবার খড়গপুরের লাগোয়া। তাই মানিকপাড়া পৃথক ব্লক ও থানা ঘোষিত হলে এলাকাবাসীর সুবিধা বাড়বে বলে মত। পাশাপাশি, এই নতুন বিদ্যাসাগর পল্লী-র সূচনা উপলক্ষ্যে মানিকপাড়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় বাসিন্দারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এই অঞ্চলের প্রধান কল্যাণী মুদি, উপপ্রধান মহাশীষ মাহাতো-সহ বিশিষ্টজনেরা। এ ব্যাপারে মহাশীষবাবু জানান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও তাঁর বর্ণপরিচয়ের দেড়শ বছর পূর্তিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই নতুন পল্লীর উদ্বোধন করা হয়। মানিকপাড়াকে ব্লক ও থানা ঘোষণা নিয়ে শীর্ষ প্রশাসনের হেলদোল দেখছি না।

শনিবার ছিল মাতঙ্গিনী হাজরা প্রয়াণ দিবস, এদিন তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিজস্ব চিত্র

শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের মাঠে ধনদিঘি শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার দিন ও রাতের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফুটবলে কিক করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, সহসভাপতি সতীনাথ দাস অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ পন্ডা, শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের সম্পাদক সেক ইকবাল প্রমুখ। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন, রাজ্য স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, খেলাধুলার চর্চা যত বাড়ানো যাবে, তত বেশী করে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করার যে চক্রান্ত দেশ জুড়ে চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। উদ্বোধনী ম্যাচে ফুটবল ফ্রেন্ডস ক্লাব ও আইএনআরআই। ধনদিঘি শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের সভাপতি সেক হারেজ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সার্ভে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের পদুমবসান হারাধন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাম্রলিপ্ত পৌরসভার বিভিন্ন বাড়িতে শৌচাগার আছে কিনা তা সার্ভে করল। প্রসঙ্গত তাম্রলিপ্ত পৌরসভা দেড়শ বছরের বেশি পুরানো। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি পৌরসভার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এই পৌরসভা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে জেলা জুড়ে বিদ্যালয়গুলি নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন করছে। জানা গেছে, সেই উপলক্ষ্যে এই অভিযান চালানো হয়।

দ্বিতীয় বর্ষ শৌর্য দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষ শৌর্য দিবস পালন করা হয় শনিবার। এদিন কাঁথির পিছাবনী উৎসব হলে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তপন মাইতি বলেন, শৌর্য দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছতা হি সেবা' পিছাবনী বাজার সংলগ্ন কালী মন্দির সংলগ্ন মাঠে অভিযান চালানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক রমাকান্ত প্রধান, জেলার সাধারণ সম্পাদক সুদাম পন্ডিত, এক্স সার্ভিস ম্যান সেলের জেলা কনভেনর জয়দীপ দণ্ডপাঠ প্রমুখ।

মহিষাদলের প্রমীলা বাহিনী অদ্রিজার পুজো প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ দেখতে দেখতে পুজো আর মাত্র কটা দিন বাকি। কাশফুলের দোলা, ঘাসের ওপর শিশির ভেজা শিউলি ফুলের সোঁদা গন্ধকে সঙ্গে নিয়ে এখন পুজো প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সমগ্র বাঙালি জাতি। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ এখন চারিদিকে চোখ বোলালেই শুধু পুজো পুজো গন্ধ। আর এই পুজো পুজো গন্ধতে এখন মেতেছে মহিষাদলের প্রমীলা বাহিনী অদ্রিজা। এই বছর তাদের পুজো ১৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। তাই এখন কোমর বেঁধে পুজো প্রস্তুতিতে মেতেছে মহিষাদলের শম্পা, সোমা, রীণা, রীতা, আবন্তীর মতো প্রমীলারা। সেই ২০০৫ সাল থেকে দুর্গাপুজোর মাধ্যমে এই প্রমীলা সংস্থার পথ চলা শুরু। মাত্র সাতজন সদস্যা নিয়ে শুরু হয় তখনকার পথচলা। এরপর ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী বিস্তার লাভ করে এই প্রমীলা সংস্থা অদ্রিজা। তারা মূলত থিম বা কোন আকর্ষণীয় সামগ্রীকে চলার পথের পাথেয় না করে এগিয়ে চলার মূল মন্ত্র হিসাবে নিয়েছে আন্তরিকতাকে। তাই তাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেক বছর কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান তাদের পুজো দর্শনের জন্য। তাই এবছর যাতে তার ব্যতিক্রম না হয় সেজন্য গত প্রায় এক মাস থেকে হাতে হাত রেখে পুজো প্রস্তুতিতে মিলিত হয়েছে এলাকার স্থানীয় প্রমীলাবাহিনীরা। চাঁদা তোলা থেকে বাজার করা সমস্ত কাজই তারা নিজের হাতে সামলান। সকলে নিজ নিজ সংসার সামলিয়েও এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়ায় এখন সমগ্র জেলাবাসীর মনের অন্দরে জায়গা করে নিয়েছে এই প্রমীলা সংস্থা অদ্রিজা। সংস্থার সদস্যাদের মধ্যে কেউ লোকের বাড়িতে কাজ করেন আবার কেউ একশোদিনের শ্রমিক। তাই বিগত বছরগুলিতে আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও। চলতি বছরে মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজোসংস্থাগুলিকে দশ হাজার টাকা সাহায্যের ঘোষণায় এখন খুশির জোয়ার সংস্থার সদস্যাদের মধ্যে। পুজোর দিনগুলিতে এই সংস্থা মাতৃআরাধনা ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজ সচেতনমূলক কর্মসূচি সারা বছর ধরে লেগেই থাকে। পুজোর শেষ দিন অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন থাকে প্রতিমা নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা ও সিঁদুর খেলার ব্যবস্থাও। সবমিলিয়ে পুজোর কটাদিন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সমগ্র মন্ডপ প্রাঙ্গণ। দিন যত এগিয়ে চলেছে সংস্থার পুজোও তত বিস্তার ঘটেছে। তাই এখানে প্রতিবছর দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলছে। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কঠোরভাবে রাখেন প্রমীলারা। যেহেতু এটি প্রমীলাবাহিনীর পুজো তাই নিরাপত্তার দায়িত্বেও থাকে অসংখ্য প্রমীলা পুলিশ বাহিনী। ফলে বলা যায়, নারীরাও যে কোনোদিকে পিছিয়ে নেই সেই বার্তা দিতে চায় এই সংস্থা।

সংস্থার পুজো সভাপতি অবন্তী সরকার (সামন্ত) জানান, আমরা সারাবছর ধরে কেবলই সংসারের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকি। ফলে আমরা মেয়েবৌদের তেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনা। তাই আমরা এক মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর এই দুর্গাপুজোর আয়োজন করি। সবমিলিয়ে বলা যেতে পারে এখন কোনো দিক থেকেই পিছিয়ে নেই মেয়েরা। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী অসুর নিধনে অস্ত্র আজ ধরতে শিখেছে বর্তমান প্রজন্মের নারীরাও।

শনিবার শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদান দিবস পালিত হল পদুমবসান হারাধন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।